



২০ রাকাত তারাতীহ নামায



ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

২০ রাকাত
তারাতীহ নামায

ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাকির উল্লাহ

২০ রাকাত তারাতীহ নামায

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট প্রকাশন

আলোকধারা বুকস-এর পক্ষে-

প্রকাশক

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

গাউসিয়া হক মনজিল

মাইজভাণ্ডার শরিফ

ডাক: ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

লেখক

ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

প্রথম প্রকাশ: ১ রমজান ১৪৩৭ হিজরী

আ.বু: ০১৬

প্রচ্ছদ: ইমেজ সেটিং

মুদ্রণ: দি আলোকধারা প্রিন্টার্স

গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ

সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ্ রোড

বিবিরহাট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম - ৪২১১

মূল্য: দশ টাকা মাত্র।

মুখবন্ধ

পবিত্র রমজান মাসে তারাতীহর নামায ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এক ফজিলতপূর্ণ আধ্যাত্মিক কর্মকণ্ঠের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান শত শত বছর ধরে ২০ রাকাত তারাতীহর নামায আদায় করে আসছেন পরম যত্ন ও মর্যাদা সহকারে।

সম্প্রতি ২০ রাকাত তারাতীহর নামায নিয়ে কিছু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারো কারো মতে ২০ রাকাত নয়, তারাতীহর নামায হবে ৮ রাকাত। সাম্প্রতিক এ স্পর্শকাতর বিতর্কিত বিষয়ে অতি দায়িত্বশীলতার সাথে কলম ধরেছেন আমাদের দেশের একজন ইসলামী পণ্ডিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ। তিনি কুরআন-হাদিসের আলোকে এতদবিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন সুন্দরভাবে। এ গ্রন্থখানি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অশেষ উপকারে আসবে এ আমার বিশ্বাস।

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর আওতাধীন গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি এ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্তভাবে কামনা করছি।

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী

সভাপতি

গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ, এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

এবং

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

২০ রাকাত তারাতীহ নামায

ভূমিকা: রামযান মাস বরকতময় মাস। এ মাসে আল্লাহ তাআলা রোযা ফরয করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উম্মতের জন্য তারাতীহের নামায সুন্নাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, রোযা পালন করলে যেকোন অতীত জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়, তেমনি তারাতীহের নামায আদায় করলেও আল্লাহ তাআলা অতীত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কখনো তারাতীহের নামায ২০ রাকাত আদায় করেছেন। আবার কখনো ৮ রাকাত আদায় করেছেন বলে হাদীস সূত্রে জানা যায়। তবে হযরত উমার (রা.) এর খেলাফত কাল থেকে ২০ রাকাত তারাতীহের উপর সকল সাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেন। হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর খেলাফত কালেও জামা'আতসহ তারাতীহের নামায ২০ রাকাত আদায় করা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার সুন্নাত যেকোন তোমাদের জন্য পালনীয়, সেরূপ আমার খলিফাদের সুন্নাতও তোমাদের জন্য পালনীয়।^১ ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উম্মতের মধ্যে খোলাফায়ে কেরামের সুন্নাত মতাবেক ২০ রাকাত তারাতীহ পালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে নাসির উদ্দিন আলবানীর অনুসারী কিছু লা-মাহযাবী আলেম এ বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলছে - তারাতীহের নামায ২০ রাকাত নয়, ৮ রাকাত।^২ ইমামদের অভিমতসহ হাদীসের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হলো।

তারাতীহের নামকরণ:

আরবী তারাতীহ শব্দটি তারবীহাতুন এর বহুবচন। এর অর্থ আরাম করা বা বিশ্রাম করা। তারাতীহ নামাযের প্রতি চার রাকাত নামাযের অন্তর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেয়া হয় বিধায় এ নামাযকে তারাতীহের নামায বলা হয়। রামযান মাসে এশার নামাযের ফরয ও সুন্নাত আদায় করে এবং ভিতরের নামাযের পূর্বে তারাতীহের নামায পড়া হয়। তারাতীহের নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। তারাতীহের নামায সিয়াম সাধনারই অংশ। আল্লাহ তাআলা রামযান মাসে যে অগণিত রহমত, বরকত ও ফযীলত রেখেছেন তদ্ব্যপ্তে তারাতীহের নামায আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের এক বড় মাধ্যম। নাসাদি শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন-^৩

১ - ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, মুয়াসসিতুর রিসালাহ, প্রকাশ ১৯৯৯ খ. ২৮ পৃ. ৩৬৭

২ - নাসির উদ্দিন, সালাতু তারাতীহ, মাকতাবাতুল মা'রিফ, রিয়াদ, প্রকাশ ১৪২১ হি.

৩ - আবু আব্দুর রাহমান আন নাসাদি, আস সুন্নাহুল কুবরা, দারুল ফুতুহ আল ইলমিয়া, বৈকুত, প্রকাশ ১৯৯১, হাদীস নং ২৫২০ বাবু যিকর ইখতিলাফ ইয়াহইয়া ইবন আবি কাহীর গয়ান নাদির।

إن الله فرض صيام رمضان وسنت لكم قيامه

অর্থ- 'আল্লাহ তাআলা রামযানের রোযা ফরয করেছেন আমি তোমাদের জন্য তারাতীহ পড়া সুন্নাত করেছি' (নাসায়ী-২৫২০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হাদীসে 'কিয়ামুল লায়ল' দ্বারা তারাতীহের নামায উদ্দেশ্য। প্রথম যুগে এটি কিয়ামুল লায়ল হিসেবে পরিচিত ছিল। পরে এটি তারাতীহ নামে প্রসিদ্ধ হয়। রামযান মাসের 'কিয়ামুল লায়ল'-কে সাহাবীগণ কর্তৃক তারাতীহের নামায হিসেবে নামকরণ করার বিষয়টি হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।^৪

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي اللَّيْلِ، ثُمَّ يَتَرَوَّحُ، فَاطَّلَحْتُ رَحِيضَةً فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُنْتُمْ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ. قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زَيْدٍ. وَلَيْسَ بِالْقَوَى. وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَرَوَّحُ. إِنَّ ثَبِتَ فَهُوَ أَصْلٌ فِي تَرَوُّحِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الشَّرَاوِيحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (السنن الكبرى للبيهقي)

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রাতের বেলা চার রাকাত নামায পড়ে বিশ্রাম করতেন। এভাবে তিনি দীর্ঘক্ষণ নামায আদায় করতেন। তাঁকে বেশি নামায পড়তে দেখে আমার কষ্ট হতো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, (আপনি কেন এত বেশি নামায পড়েন?) আল্লাহ তাআলা আপনার আগের পরের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি কি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দাহ হবো না? ইমাম বায়হাকী বলেন, মুগীরা ইবন যিয়াদ এ হাদীস একাই বর্ণনা করেন। হাদীস শাস্ত্রানুযায়ী তিনি মজবুত রাতী নন। ইমাম বায়হাকী আরো বলেন, উপরিউক্ত হাদীসের 'ইতারাতীহ' (বা বিশ্রাম করা) শব্দ থেকে নামাযে তারাতীহের নামকরণ ও ভিত্তি গ্রহণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যেহেতু রাতের নামাযে চার রাকাত অন্তর বিশ্রাম নিতেন সেহেতু এ নামাযের নামকরণ হয়েছে তারাতীহের নামায হিসেবে। [বায়হাকী, হাদীস নং ৪৮০৭]

পাঠক! রামযান মাসে রাতের বেলায় নামায পড়া, যাকে হাদীসের পরিভাষায় কিয়ামুল লায়ল বলা হয়েছে, সেটাই পরবর্তীতে তারাতীহের নামায হিসেবে পরিচিত

৪ - আবু বাকর আহমদ আল বায়হাকী, আস সুন্নাহুল কুবরা, মাজলিসু দাযিরাতুল মাযারিফ আন নিযামিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত প্রকাশ, ১৩৪৪ হি.

হয়। তাই আমরা হাদীসের কিয়ামুল লায়ল শব্দের অনুবাদ তারাতিহ নামায হিসেবে উপস্থাপন করেছি।

তারাতিহ নামাযের ফযীলত:

হাদীস শরীফে তারাতিহ নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

এক. বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে-^৫

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (صحيح البخاري-1910)

অর্থ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রামযান মাসে বিশ্বাস নিয়ে এবং সাওয়াবের আশায় রোযা রাখল এবং লায়লাতুল কাদরে তারাতিহ আদায় করল আল্লাহ তাআলা তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। [বুখারী শরীফ-হাদীস নং-১৯১০]

দুই. মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে-^৬

عن أبي هريرة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُرْعَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتُفْرَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَلْدًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. (صحيح مسلم)

অর্থ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে রামযান মাসে কিয়ামুল লায়ল তথা তারাতিহের জন্য উৎসাহিত করতেন। তবে তিনি অত্যাব্যশ্যক হিসেবে নির্দেশ করতেন না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তারাতিহ আদায় করে তার অতীত জীবনের গুনাহ মাফ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দুনিয়া থেকে পর্দা করার সময়ও তারাতিহের হুকুম এরূপ ছিল এবং হযরত আবু

বকর ছিদ্দিক (রা.) এর জীবনেও এরূপ ছিল এবং হযরত উমার (রা.) এর খিলাফতের প্রথম দিকেও এরূপ ছিল। [সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৮১৬]

তিন. বায়হাকী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-^৭

عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان شد منزرة، ثم لم يأت فرائضة حتى يسليخ -رواه البيهقي

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রামযান মাস প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কোমর বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন। তিনি এ মাসে রাতের বেলা ঘুমানের জন্য বিছানায় যেতেন না। রামযান চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি এরূপ আমল করতেন। [বায়হাকী, হাদীস -৩৩৫২]

চার. বায়হাকী শরীফের আরেক হাদীসে তারাতিহের গুরুত্বের উপর হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে-^৮

عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان تغير لونه، وكثرت صلواته، وأبتهل في الدعاء، واشفق منه رواده البيهقي

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রামযান মাস আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রং বদলে যেত, এ সময় তিনি বেশি বেশি নামায পড়তেন, বেশি দুআ করতেন এবং বেশি কান্নাকাটি করতেন। [বায়হাকী, হাদীস-৩৩৫৩]

পাঁচ. নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-^৯

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه -رواه النسائي

অর্থ- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রামযানে রোযা ফরয করেছেন আর আমি রামযানে তোমাদের জন্য তারাতিহ সনাত করেছি। অতএব, যে রোযা পালন করবে এবং বিশ্বাস ও

^৫ - আহমদ ইবনুল হোসাইন আল বায়হাকী, গুয়াবুল ইমান, মাকতাবাতুত রুশদ, রিয়াদ প্রকাশ ২০০৩, খ. ৫ম পৃ. ২৩৪

^৬ - প্রাগুক্ত

^৭ - আন নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, প্রকাশ ১৯৯১ খ. ২য় পৃ. ৭৯

^৮ - আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী, আল জামে আস সহীহ, দারু ইবন কাছীর, ইমামা, বৈরুত খ. ২য় পৃ. ৬৭২

^৯ - মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, আস সহীহ, দারুল জিযাল, বৈরুত তাবিখ. ২য় পৃ. ১৭৭

সাওয়াবের আশায় তারাভীহ আদায় করবে সে সদ্য জনা নেয়া শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। [নাসাঈ শরীফ, হাদীস-২৫২০]

তারাভীহ নামাযের রাকাত বিষয়ক হাদীস:

ক. বুখারী শরীফের বর্ণিত হয়েছে-^{১০}

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فوصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال (قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم) . وذلك في رمضان - صحيح البخاري

অর্থ- হযরত আয়েশা র. থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মসজিদে তারাভীহ নামায আদায় করেন। লোকেরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। পরের দিনও একইভাবে তিনি নামায আদায় করেন, তবে সেদিন লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়। অতঃপর তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতে অনেক লোকের সমাগম হয়; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘর থেকে বের হননি। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, তোমরা যা করেছ আমি তা দেখেছি। ঘর থেকে বের হতে আমাকে কিছুই বাধন করেনি বরং আমি এ ভয়ে বের হইনি যে নিয়মিত আদায় করলে তা তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে [আর তোমাদের আদায় করতে কষ্ট হবে]। আর এটি ছিল রামযান মাসের ঘটনা। [বুখারী শরীফ হাদীস নং-৮৮২]

খ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-^{১১}

وأخرج الصقلاني في التلخيص أنه صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من الغد خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها - تلخيص الحبير

অর্থ- হযরত ইবন হাজার আসকালানী তাঁর আত তাখলীছ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রথম যে দুদিন সাহাবীদের নিয়ে তারাভীহ আদায় করেছেন সে দুদিন তিনি বিশ রাকাত নামায আদায় করেছেন। তৃতীয় দিন যখন অনেক লোকের সমাগম হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদের উপর তারাভীহ ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে ঘর থেকে বের হননি। কেননা,

ফরয হয়ে গেলে তাদের সকলের পক্ষে তা আদায় করা সম্ভব হবে না। [তালখীতুল হাবীর খ. ২য় পৃ. ৫৩]

গ. বুখারী শরীফের আরেক রেওয়াযতে হাদীসটি আরো বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে-^{১২}

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فوصلى في المسجد ووصل رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتنهدهم ثم قال (أما بعد فإنه لم يخف على مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعزوا عنها) . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মধ্য রাতে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। লোকেরা তাঁর সাথে (জামায়াতসহ তারাভীহ) নামায আদায় করলেন। সকাল বেলা লোকেরা তা বলাবলি করলে পরের দিন আরো অধিক লোকের সমাগম হলো। পরের দিন সকাল বেলা তারাও এ নিয়ে বলাবলি করলে তৃতীয় দিন মুসল্লীর সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে নামায আদায় করলেন, লোকেরাও তাঁর পিছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করলেন। চতুর্থ দিন এত বেশি লোকের সমাগম হলো যে, মসজিদে আর জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না।

সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তারাভীহ নামায পড়ার জন্য বের হলেন না। লোকেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ফজর হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ তাদেরকে নিয়ে ফজর নামায আদায় করে লোকদের মুখোমুখি হয়ে কলিমা শাহাদাত তেলাওয়াত করে বলেন, তোমাদের অবস্থান আমার কাছে গোপন নয়। যদি আমি নিয়মিত তোমাদেরকে নিয়ে তারাভীহ নামায আদায় করি, তা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। অথচ তোমরা তা আদায় করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ইত্তিকালের

^{১০} - আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী, আল জামে আস সহীহ, দারুল ইবন কাছীর, ইমামা, বৈরুত খ. ১ম পৃ. ৩৮০

^{১১} - ইবন হাজার আল আসকালানী, আত তালখীতুল হাবীর, দারুল ফুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ১৯৮৯, খ. ২য় পৃ. ৫৩

^{১২} - আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী, আল জামে আস সহীহ, দারুল ইবন কাছীর, ইমামা, বৈরুত খ. ২য় পৃ. ৭০৮

খুবই সুন্দর কাজ। [আবু দাউদ, হাদীস নং-১৩৭৯] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামায়াত সহকারে ২০ রাকাত তারাভীহর নামায আদায় করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জামানায় শুরু হয়েছে। যাদের পবিত্র কুরআন মুখস্থ নেই, তাদের জন্য কোন ইমামের পিছনে তারাভীহ আদায় করা উত্তম কাজ। আর রাসূলুল্লাহ সৈতিকে ভাল কাজ হিসেবে স্বীকৃতিও দিয়েছেন।

ছ. বায়হাকী শরীফে উপরি উক্ত হাদীসের সাথে নিম্নোক্ত অংশটিও বর্ণিত আছে-^{১৬}

وفي رواية للبيهقي قال: قد أحسنوا، أو قد أصابوا. ولم تَزِدْ ذلك لهم.

অর্থ- ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন, তারা সুন্দর কাজ করেছে এবং সঠিক কাজ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এটি অপছন্দ করেন নি। [বায়হাকী শরীফ হাদীস নং ৪৭৯৪]

জ. বুখারী শরীফের আরেক বর্ণনায় এসেছে যা ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন-^{১৭}

وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينأمنون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله- (رواه البخاري وموطأ مالك)

অর্থ- হযরত ইবন শিহাব হযরত উরওয়া ইবন যোবাইর থেকে তিনি হযরত আব্দুর রাহমান ইবন আব্দুল কারী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উমার (রা.) এর সাথে রামযান মাসে রাতের বেলায় মসজিদের দিকে বের হই। তখন লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করছিল। কেউ নিজে নিজে নামায পড়ত। আবার কেউ কেউ অন্যের পিছনে জামায়াতে নামায আদায় করত। তখন হযরত উমার (রা.) বলেন, আমি যদি এদেরকে কোন এক

^{১৬} - আবু বাকর আহমদ আল বায়হাকী, আস সুবানুল কুবরা, মাজলিস দারিরাতুল মানারিফ আল নিমায়িয়া, হায়দারাবাদ, ভারত প্রকাশ, ১৩৪৪ হি. ব. ২য় পৃ. ৪৯৫

^{১৭} - ইমাম মালিক ইবন আনাস আল আসবাহী, মুয়াত্তা, দারুল ইয়াউত তুরাছ আল আরানী, মিসর তারি, খ. ১ম পৃ. ১১৪

কারীর পিছনে একত্রিত করি তবে খুবই ভাল হতো। তিনি সকলকে হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) এর পিছনে একত্রিত করলেন (সাহাবীগণ তাঁর পিছনে ২০ রাকাত তারাভীহ আদায় করেন)। অতঃপর আমি হযরত উমার (রা.) সাথে দ্বিতীয় দিন রাতের বেলায় বের হলাম সেদিন লোকেরা একত্রিত হয়ে হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) এর সাথে তারাভীহ আদায় করছিল, এমতাবস্থায় তাদের দেখে তিনি বললেন, এটি খুবই সুন্দর বিদআত। যারা নামায আদায় করছে তাদের চেয়ে যারা ঘুমাচ্ছে তারা খুবই ভাল; এদ্বারা তিনি তাদের শেষ ভাগের তারাভীহর কথা বুঝিয়েছেন। পূর্বে লোকেরা রাতের প্রথম দিকে তারাভীহ শেষ করত। [বুখারী শরীফ হাদীস নং-১৯০৬] ইমাম মালিকও এ হাদীসটি তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং-২৫০।

ঝ. আল মুগনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে-^{১৮}

عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ثلاث وعشرين ركعة وقال ابن قدامة في المفتي -

অর্থ- হযরত ইয়াযিদ ইবন রোমান (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, লোকেরা হযরত উমার (রা.) এর জামানায় ভিতরসহ মোট ২৩ রাকাত নামায আদায় করত (অর্থাৎ, ২০ রাকাত তারাভীহ ও ৩ রাকাত ভিতর)। ইবন কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে বলেন ২০ রাকাত তারাভীহর উপর ইজমা' হয়েছে। [আল মুগনী, খ. ১পৃ. ৮৩৩]

ঞ. ইমাম মালিকের (রহ.) মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلغنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثني عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف - رواه مالك في الموطأ

অর্থ- হযরত মালিক (রহ.) বর্ণনা করেন আমি দাউদ ইবন হুইইন (রহ.) এর কাছে শুনেছি তিনি প্রসিদ্ধ তবেই হযরত আবু রজ (রহ.) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে রামযান মাসে কাফেরদের লা'নত করতে শুনেছি। তিনি আরো বলেন, কারী প্রথম আট রাকাত সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেন। আর বাকী বার রাকাতে যখন ইমাম তাদের নিয়ে নামায পড়তেন তখন দেখা যেতো যে, ইমাম দ্রুত নামায আদায় করতেন। [মুয়াত্তা হাদীস নং-২৫০]

^{১৮} - ইবন কুদামা আল মুকাদ্দেসী, আল মুগনী ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ, দারুল ফিকর, দৈকত প্রকাশ ১৪০৫ হি. ব. ১ম পৃ. ৮৩৩

عن أبي نر : قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يبق بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله ! لو تفتنا ببقية ليلتنا هذه ؟ فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعى أهله ونسائه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح ؟ قال السحور

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم ما روي عن عمر و علي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري و ابن المبارك و الشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة

অর্থ- হযরত আবু যর গিফরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে রোযা রাখি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিয়ে ২২ তারিখ পর্যন্ত তারাবীহর নামায পড়েন নি। রামযান মাসের ২৩ তারিখ তিনি আমাদেরকে নিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তারাবীহর নামায পড়েন। ২৪ তারিখ তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ পড়েন নি। পঁচিশ তারিখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অর্ধ রাত পর্যন্ত তারাবীহর নামায আদায় করেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের বাকী অংশ যদি আপনি আমাদেরকে এ নামায পড়িয়ে দিতেন? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীহ আদায় করে ফিরে গেল; তার জন্য সারা রাত তারাবীহ পড়ার সাওয়াব লিখা হয়। এর পর তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ পড়েননি। তবে ২৭ তারিখ তিনি আমাদেরকে ডেকে পাঠান এবং আমাদেরকে নিয়ে করেন। তিনি তাঁর পরিবারের সকলকে ডেকে পাঠান এবং আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তারাবীহ পড়েন। মনে হচ্ছিল যে, ফালাহ (সেহরী) গ্রহণের সময় হারাণ। প্রশ্ন করা হলো ফালাহ কী? তিনি বলেন, সেহরী। [তিরমিযী হাদীস নং ৮০৬]

১৯ - আবু ঈসা আত তিরমিযী, আল জামে আস সহীহ, দারু ইয়াউত তুরাখিল আরবী, বৈরুত খ. ৩য় পৃ. ১৬৮

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আহলে ইলমের মাঝে রামযানের তারাবীহ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তারাবীহ ভিত্তিসহ ৪১ রাকাত। এটি মদীনাবাসীদের আমল। মদীনাবাসীদের অভিমতও এটি। আর হযরত উমার (রা.) ও হযরত আলী (রা.) সহ অধিকাংশ সাহাবীর মতে তারাবীহ ২০ রাকাত। হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক ও ইমাম শাফেঈ এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম শাফেঈ বলেন, আমি আমার প্রিয় শহর মক্কায় লোকদেরকে বিশ রাকাত তারাবীহর নামায আদায় করতে দেখেছি।

৪. আল মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত আছে-^{২০}

عن ابن عباس رض قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر - رواه ابن ابي شبيه في المصنف

অর্থ- হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রামযানে ভিত্তির ছাড়া ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করতেন। [মুসান্নাফ, ইবন আবী শায়বা, খ. ২ পৃ. ১৬৪]

উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমার র. এর খেলাফত কালে সকল সাহাবী ২০ রাকাত করে তারাবীহর নামায আদায় করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এর থেকে বর্ণিত হাদীস এর জবাব:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في رمضان قالت ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله ألتام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عني ثمانان ولا يتام قلبي.

অর্থ- হযরত আবি সালমা ইবন আদ্রির রাহমান (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করেন, রামযানে রাসূলুল্লাহর নামায কেমন ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রামযান ও অন্যান্য সময়ে রাতে ১১ রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি খুব সুন্দরভাবে চার রাকাত করে নামায পড়তেন। কিছুক্ষণ বিব্রাম নিয়ে তিনি আরো চার রাকাত নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নামায প্রশ্নাতীত সুন্দর ছিল। অতঃপর তিনি তিন

২০ - ইবন আবি শায়বা, আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল কুফী, মুসান্নাফ, দারুস সালফিয়া আল হিনদিয়া, তারিখ খ. ২য় পৃ. ১৬৪

হযরত উমার ও হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের পর হযরত আলী (রা.) এর জামানায়ও লোকেরা তারাতীহর নামায় ২০ রাকাত আদায় করতেন-^{২৩}

عن شبيب بن شكل وكان من اصحاب علي رض انه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث - رواه ابن ابي شبيه في المصنف والبيهقي رقم الحديث 4395

অর্থ- হযরত শাব্বীর ইবন শাকল (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) এর অনুসারীরা রামযান মাসে ২০ রাকাত তারাতীহর নামায় আদায় করতেন। এর পর তারা ৩ রাকাত ভিত্তির আদায় করতেন। মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ ও বায়হাকী শরীফ হাদীস নং-৪৩৯৫।

عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان خمس تروحات ويوتر بثلاث رواه ابن ابي شبيه في المصنف رقم الحديث 7690

অর্থ- হযরত সাঈদ ইবন উবাইদ রহ. বর্ণনা করেন, যে আলী ইবন রাবীয়া রামযান মাসে পাঁচ তারাতীহা করে তারাতীহর নামায় আদায় করতেন। এবং পরে তিন রাকাত ভিত্তির আদায় করতেন। মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ হাদীস নং-৭৬৯০।

খোলাফায়ে রাশেদীনের তিনজনের আমলে তারাতীহর নামায় ২০ রাকাত করে ইমামের পিছনে আদায় করা হয়েছে। স্বয়ং রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে উম্মতের উপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন- হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-^{২৪}

عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرياض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الغيرون وجعلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فمادّا تعهد إلينا قال قد تركتكم على النيصاء لئلا يفتارها لا يزيد عليها يغدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فطيعوا بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالشواجز (مسند الإمام أحمد بن حنبل)

অর্থ- হযরত আব্দুর রাহমান ইবন আমর আস সুলামী (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইরবাদের ইবন সারীয়া (রা.)-কে বলতে শুনেছেন-তিনি বলেন, একদা রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে নসিহত

^{২৩} - প্রাগুক্ত

^{২৪} - ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, মুসান্নাফ, মুয়াসসিতুর রিসালাহ, প্রকাশ ১৯৯৯ খ. ২৮ পৃ. ৩৬৭

রাকাত ভিত্তির পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভিত্তির পূর্বে ঘুমাবেন? তিনি বললেন, আমার চোখ ঘুমায় কলব ঘুমায়না^{২৫} (বুখারী ও মুসলিম-১৭৫৭)

হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে ৮ রাকাত তারাতীহর কথা বলা হয়েছে। হযরত উমার (রা.) এর জামানায় সকল মুহাজির ও আনসারী সাহাবীর ইজমার মাধ্যমে তা রহিত হয়। সকলেই ২০ রাকাত তারাতীহ আদায় করেছেন। হযরত উমার (রা.) এর জামানায় যেভাবে ২০ রাকাত তারাতীহ আদায় হয়েছে সেভাবে হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর আমলে ২০ রাকাত তারাতীহ আদায় হয়েছে।

হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফত আমলে তারাতীহর নামায়:

হযরত উমার (রা.) খিলাফতের পর হযরত উসমান (রা.) এর জামানায়ও লোকেরা ২০ রাকাত তারাতীহর নামায় আদায় করেছেন-^{২৬}

عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال وكانوا يقرأون بالمنتين وكانوا يتكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام - البيهقي في سننه الكبرى

অর্থ- হযরত সায়েব ইবন ইয়াযিদ (রহ.) বর্ণনা করেন, লোকেরা হযরত উমার (রা.) এর জামানায় রামযান মাসে ২০ রাকাত তারাতীহ আদায় করতেন। তারা প্রায় দুইশত আয়াত তেলাওয়াত করতেন। হযরত ওসমান (রা.) এর জামানায় এত লম্বা তারাতীহর নামায় হত যে, তারা লাঠির উপর ভর দিয়ে নামায় আদায় করতেন। [বায়হাকী শরীফ হাদীস নং-৪৩৯৩, ৪৩৮৯]

হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত আমলে তারাতীহর নামায়:

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি তারাতীহর নামায় হযরত উমারের (রা.) আমলে জামানায় সহকারে ২০ রাকাত আদায় করার জন্য হযরত আলী (রা.) তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। যা মুসতাদারক হাকিম গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

^{২৫} - বুখারী, আস সহীহ, বাবু ফাদলে মান কামা রামদান; মুসলিম, বাবু সালাতিল লাইল ফি রামদান।

^{২৬} - আবু বাকর আহমদ আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, মাজলিসু দাগিরাতুল মাদারিফ আন নিযামিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত প্রকাশ, ১৩৪৪ হি. খ. ২য় পৃ. ৪৯৬

ذلك) أي بعد القيام بعشرين ركعة غير الشفع والوتر (سنة وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر) وهذا اختيار مالك في المدونة

অর্থ- সাহাবীগণ হযরত উমার (রা.) এর সময়কালে মসজিদে বিশ রাকাত নামায আদায় করেছেন। এ অভিমত ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ ও আহমদ গ্রহণ করেছেন। এর উপর এখনো উম্মতের আমল প্রচলিত আছে। বিশ রাকাত তারাবীহর পর তারা তিন রাকাত ভিত্তির আদায় করতেন। অতঃপর হযরত উমার ইবন আব্দুল আযিযের জামানায় ভিত্তির ছাড়া ৩৬ রাকাত তারাবীহ আদায় করা হয়। ইমাম মালিক এ অভিমত গ্রহণ করেন। [কিফায়াতুত তালিব, খ. ১ পৃ. ৫৮১] উল্লেখ্য, ৩৬ রাকাত তারাবীহ বলতে ২০ রাকাত তারাবীহ ও ১৬ রাকাত নফল নামায বুঝানো হয়েছে। মক্কাবাসী সাহাবীগণ ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ার সময় প্রতি চার রাকাত আদায় করে বিশ্রাম করার পরিবর্তে কা'বা গৃহের তাওয়াক্ফ করতেন। আর মদীনাবাসী সাহাবীগণ তারাবীহর প্রতি চার রাকাত অন্তর বিশ্রামের সময় অতিরিক্ত চার রাকাত নফল আদায় করতেন। প্রথম চার তারাবীহয় চার রাকাত করে নফল পড়লে মোট নফল আদায় হয় ১৬ রাকাত। তারা শেষ তারাবীহয় নফল না পড়ে সাথে সাথে ভিত্তির আদায় করতেন।

শায়খ ইব্রাহীম ইয়াকুবী মালেকী মাযহাবের পরবর্তী আমল বর্ণনা করে তাঁর ফিকহুল ইবাদাত গ্রন্থে বলেন,

الراويح : وهي قيام رمضان عددها : عشرون ركعة عدا الشفع والوتر ثم جعلت في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ست وثلاثون لكن الذي عليه السلف والخلف أنها عشرون والدليل ما روى البيهقي عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال : وكانوا يقومون بالمنين وكانوا يتكثرون على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام (فقه العبادات- الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني الجزائري المالكي)

অর্থ- হাদীস শরীফে রামযান মাসের যে কিয়ামুল লায়লের কথা বলা হয়েছে তাদ্বারা তারাবীহর নামায উদ্দেশ্য। ভিত্তির ও শফিউল ভিত্তির ছাড়া তারাবীহর নামায বিশ রাকাত। হযরত উমার ইবন আব্দুল আযিযের আমলে মদীনাবাসীরা তারাবীহ ৩৬ রাকাত আদায় করতেন। কিন্তু সকল ইমামের অভিমত হলো, তারাবীহ বিশ রাকাত। দলীল হিসেবে তিনি বাযহাকী শরীফে বর্ণিত হযরত সায়েব ইবন ইয়াজিদে হাদীসটি গ্রহণ করেন- তিনি বলেন, হযরত উমার ইবন খাতাব (রা.) এর যামানায় সকল সাহাবী বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় করেছেন। তারা

করেন। যাতে আমাদের অশ্রু বারেছিল এবং আমাদের অন্তর সন্তুষ্ট হয়েছিল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটি বিদায়ী নসিহত মনে হচ্ছে। আপনি আমাদেরকে কী দায়িত্ব দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, আমি তোমাদেরকে উজ্জ্বল ধর্মের উপর রেখে যাচ্ছি, যার দিন রাত সমান উজ্জ্বল। ধর্মসম্প্রদায় ছাড়া এ ধর্ম থেকে কেউ বিচ্যুত হবে না। আমার পরে তোমরা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহের উপর আমল করবে এবং আমার হেদায়তগ্রাণ্ড খলিফাদের সুন্নাহের উপর আমল করবে। তাদের অনুসরণ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব। যদিও তাঁরা হাবসী গোলাম হয়। দাঁত কামড়ে এর উপর থাকবে। [মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৭১৪২]

মাযহাবের ইমামগণের মতে তারাবীহর নামায:

১. হানাকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আল মাবসুত গ্রন্থে বলা হয়েছে-^{২৫}
الامة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا الروافض. فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا

অর্থ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মত তারাবীহর নামাযের বৈধতা ও শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। রাফেজী ফেরকার লোকেরা ব্যতীত কেউ এর বিরোধিতা করেনি। হানাকীদের বিস্তৃত অভিমত হলো-ভিত্তির ব্যতীত তারাবীহর নামায ২০ রাকাত। [মাবসুত লিস সারখাসী, খ. ২য় পৃ. ২৫৬]

২. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবুল হাসান মালেকীর কিতাব কিফায়াতুত তালিবে এ বিষয়ে তাঁদের মাযহাব উল্লেখ করেন-^{২৬}

(وكان السلف الصالح) وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (يقومون فيه) أي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (في المساجد بعشرين ركعة) وهو اختيار جماعة منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد والعمل الآن عليه (ثم) بعد قيامهم بالعشرين ركعة (يوترون بثلاث) أي ثلاث ركعات (ثم صلوا) أي السلف غير السلف الأول في زمن عمر بن عبد العزيز (بعد)

২৫ - আস সারখাসী, শামসুদ্দিন আবু বাকর, আল মাবসুত, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ২০০০ খ. ২ পৃ. ২৫৬
২৬ - আবুল হাসান আল মালেকী, কিফায়াতুত তালিব, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১২ হি. খ. ১ম পৃ. ৫৮১

১০০ আয়াত বিশিষ্ট সূরা তেলাওয়াত করতেন। হযরত উসমান (রা.) এর সময়ে তারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর সময় লাঠির উপর ভর দিতেন। ফিকহুল ইবাদাত, খ. ১ম পৃ. ১৯৫।

৩. শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম শারবিনী আশ শাফেয়ী তাঁর আল ইকনা গ্রন্থে বর্ণনা করেন-^{২৭}

(صلاة التراويح) وهي عشرون ركعة وقد اتفقوا على سنيتها وعلى أنها المرادة من قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقوله إيماناً أي تصديقاً بأنه حق معتقداً فضليته واحتساباً أي إخلاصاً سميت كل أربع منها تروية لأنهم كانوا يترجون عقابها أي يستريحون قال الحليمي والسر في كونها عشرين أن الرواتب المؤكدات في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير. ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستاً وثلاثين لأن العشرين خمس ترويات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع تروية ليساووهم ولا يجوز ذلك لغيرهم كما قاله الشياخان لأن لأهلها شرفاً بهجرته ودفنه صلى الله عليه وسلم

অর্থ- ইমাম শারবিনী তাঁর আল ইকনা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তরাভীহ বিশ রাকাত। তরাভীহ নামায সূনাত, সকল ইমাম এতে ঐকমত্য পোষণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বাণী- 'যে রামযান মাসে কিয়ামুল লায়ল আদায় করল বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।' বুখারী শরীফের এ হাদীস দ্বারা তরাভীহ নামাযই উদ্দেশ্য। এ নামাযকে তরাভীহর নামায বলার কারণ হলো, তরাভীহ শব্দটি বহুবচন, এক বচন হলো, তরাভীহাতুন। প্রতি চার রাকাতের একটি তরাভীহ। এ হিসেবে পাঁচ তরাভীহায় বিশ রাকাত আদায় হয়। ইমাম হালিমী বলেন, একজন ঈমানদারকে দৈনিক ১০ রাকাত সূনাতের রাওয়্যাত (মুয়াক্কাদা) আদায় করতে হয়। এ দশ রাকাতকে রামযান মাসে কিয়ামুল লায়ল আদায় করা হয়েছে কেননা, এটি একনিষ্ঠতার সাথে বেশি ইবাদত করার মাস।

আর মদীনাবাসীরা ৩৬ রাকাত তরাভীহ আদায় করতেন। কেননা, প্রতি চার রাকাত পর মক্কাবাসীরা কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতেন। আর মদীনাবাসীরা প্রতি চার রাকাতের পর তরাভীহা তথা বিশ্বামের সময় অতিরিক্ত চার রাকাত নফল

^{২৭} - মুহাম্মদ আশ শারবিনী, আল ইকনা, মাকতাবুল বুরহান ওয়াদ দারাসাত, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১৫ হি.খ. ১ম পৃ. ১১৭

আদায় করতেন। শাযখাইন বলেন, ৩৬ রাকাত তরাভীহ আদায় করা মদীনাবাসী ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। এটি কেবল মদীনাবাসীদের জন্য বৈধ। তিনি বলেন, মদীনাবাসীরা বিশেষভাবে সম্মানিত এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদের মাঝে হিজরত করেছেন এবং তিনি সেখানে দাফন হয়েছেন।

৪. হাযলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল মুকাদেসী হাযলী বর্ণনা করেন-^{২৮}

التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه". متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاثاً ثم تركها خشية أن تفرض فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبي بن كعب. [الطحاوي شرح المعتمد لموفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي]

অর্থ- এশা'র নামাযের পর তরাভীহ বিশ রাকাত। দলীল হিসেবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিম্নোক্ত হাদীসটি গ্রহণ করেছেন- 'যে ব্যক্তি রামযানের রোযা রাখল এবং রাতে কিয়ামুল লায়ল আদায় করল বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তার পূর্বের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।' (বুখারী ও মুসলিম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সাহাবীগণকে নিয়ে তিন দিন জামায়াত সহকারে কিয়ামুল লায়ল তথা তরাভীহ আদায় করেছেন। উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন নি। পরবর্তীতে লোকেরা নিজেরা একাকী কিয়ামুল লায়ল বা তরাভীহ আদায় করতেন। হযরত উমার (রা.) এর খিলাফত আমলে তিনি বিক্ষিপ্ত লোকদেরকে হযরত উবাই ইবন কা'বের (রা.) ইমামতিতে একত্রিত করে ২০ রাকাত তরাভীহর নামায আদায় করেন।

ইবন তাইমিয়ার অভিমত:

লামাযহাবী তথা আহলে হাদীস ফিরকার লোকেরা চার মাযহাবের ইমামগণের চেয়ে ইবন তাইমিয়াকে বেশি পছন্দ করেন। তাদের এ ইমাম তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন-^{২৯}

^{২৮} - আল মুকাদেসী, আবু মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন, আল উদ্দাহ শারহুল উমদাহ, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ২০০৫ খ. ১ম পৃ. ৮৩

^{২৯} - তাকী উদ্দিন ইবন তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, দারুল ওয়াক্ফা, প্রকাশ ২০০৫ খ. ১ম পৃ. ১৯১

وقال ابن تيمية في الفتاوى ثبت ان ابي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين
ركعة في رمضان ويوتر ثلاث فرائ كثيرًا من العلماء ان ذلك هو السنة لانه
قام بين المهاجرين والانصار ولم ينكره مجموع فتاوى 1911

অর্থ- ইবন তাইমিয়াহ তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, লোকেরা হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) এর পিছনে রামযান মাসে ২০রাকাত তরাভীহ ও তিন রাকাত ভিত্তির আদায় করতেন। অধিকাংশ উলামা এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। কেননা, মুহাজির সাহাবী ও আনসার সাহাবী সকলেই এরূপ নামায আদায় করেছেন। কেউ এর বিরোধিতা করেনি। [মজমুয়ে ফাতাওয়া, খ.১ পৃ.১৯১]

উপসংহার: আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদীকে তাঁর সর্বশেষ রহমত দ্বারা ধন্য করেছেন। রামযান মাসের ফযীলত, তরাভীহ নামাযের ফযীলত বিশেষতঃ লায়লাতুল কাদর ফযীলত তিনি কেবল উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করেছেন। উপরে বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামযান মাসে পুরো রাত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি উম্মতের গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য রামযান মাসে তরাভীহের নামায সুন্যাত করেছেন। তবে ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি এ নামায ধারাবাহিকভাবে সাহাবীগণের সাথে আদায় করেনি। যা উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে। হাদীস দ্বারা এও প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ২০ রাকাত তরাভীহ আদায় করেছেন। আবার কখনো আট রাকাত তরাভীহ আদায় করেছেন। কিন্তু হযরত উমার (রা.) এর জামানা থেকে উম্মত ২০ রাকাত তরাভীহের উপর ঐকমত্য পোষণ করেন। লামাযহাবীদের ইমাম নাসের উদ্দীন আলবানী ৮ রাকাত তরাভীহের উপর একটি কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর এ কিতাব পড়লে মনে হবে- রাসূলুল্লাহর শরীয়ত তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেননি। এমনকি সাহাবা কেয়ামও নন; নাউযবিল্লাহ। এ আলবানীর অনুসারীরা সাধারণ মুসলমানকে রাসূলুল্লাহর নামায বলে বিভ্রান্ত করছে। আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মতকে লামাযহাবীর ফেতনা থেকে রক্ষা করুন। আমিন!

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী:

১. আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, মুয়াসসিতুর রিসালাহ, প্রকাশ ১৯৯৯
২. আলবানী, নাসের উদ্দিন, *সালাতুত তরাভীহ*, মাকতাবতুল মা'রিক, রিয়াদ, প্রকাশ ১৪২১ হি.

৩. আবু আব্দুর রাহমান আন নাসাঈ, *আস সুনায়েন কুবরা*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত প্রকাশ ১৯৯১

৪. আবু বাকর আহমদ ইবনুল হোসাইন আল বায়হাকী, *আস সুনায়েন কুবরা*, মাজলিসু দাযিরাতুল মায়ারিফ আন নিযামিয়া, হাযদারাবাদ, ভারত, প্রকাশ ১৩৪৪ হি.

৫. আবু বকর আহমদ ইবনুল হোসাইন আল বায়হাকী, *শুয়াবুল ইমান*, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, প্রকাশ ২০০৩

৬. আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী, *আল জামে আস সহীহ*, দারু ইবন কাছীর, ইমাম, বৈরুত

৭. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *আস সহীহ*, দারুল জাইল, বৈরুত তাবি

৮. ইবন হাজর আল আসকালানী, *আত তালখীছুল হাবীর*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ১৯৮৯

৯. আল হাকিম নিসাপুরী, *আলমুসতাদারক আলাস সহীহাইন*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত প্রকাশ ১৯৯০

১০. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খোযাইমা, *সহীহ ইবন খোযাইমা*, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত প্রকাশ ১৯৭০

১১. আবু দাউদ সোলাইমান আস সিজিসতানী, *সুনানু আবি দাউদ*, দারুল কিতাব আল আরবী, বৈরুত তাবি

১২. মালিক ইবন আনাস আল আসবাহী, *মুয়াত্তা*, দারু ইহয়াউত তুরাছ আল আরবী, মিসর, তাবি

১৩. ইবন কুদামা আল মুকাদেসী, *আবুদ্বালাহ ইবন আহমদ, আল মুগনী ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ*, দারুল ফিকর, বৈরুত প্রকাশ ১৪০৫ হি.

১৪. আবু ইসা আত তিরমিযী, *আল জামে আস সহীহ*, দারু ইহয়াউত তুরাছ আল আরবী, বৈরুত

১৫. ইবন আবি শায়বা, আল কুফী, *মুসান্নাফ*, দাবুস সালকিয়া আল হিনদিয়া

১৬. আস সারাখসী, শামসুদ্দিন আবু বাকর, *আল মাবসুত*, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ২০০০

১৭. আবুল হাসান আল মালেকী, *কিফায়াতুত তালিব*, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১২ হি.
১৮. মুহাম্মদ আশ শারবিনী, *আল ইকনা*, মাকতাবুল বুহস ওয়াদ দারাসাত, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১৫ হি.
১৯. আল মুকাদ্দসী, আবু মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন, *আল উদ্দাহ শারহুল উমদাহ*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ২০০৫
২০. তাকী উদ্দিন ইবন তাইমিয়া, *মাজমুউল ফাতাওয়া*, দাবুল ওয়াফা, প্রকাশ ২০০৫।



আলোকধারা বুকস

এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের প্রকাশন

- ১) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনী শরীফ
- জামাল আহমদ সিকদার (১৯৮২)
- ২) ঐশী আলোর জলসাঘর - মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৮৪)
- ৩) Shahanshah Ziaul Huq Maizbhandari
- Syed Mohd. Amirul Islam (1992)
- ৪) The Divine Spark - Md. Ghulam Rasul (1994)
- ৫) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব
- সম্পাদনা, মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৯৭)
- ৬) কুরআন-হাদীসের আলোকে সির্জদা/সেমা প্রসঙ্গ - হাজেজ আবুল কালাম (২০০০)
- ৭) হযরত গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (ক) মাসিক আলোকধারা বার্ষিকী বিশেষ
প্রকাশনা (মাসিক আলোকধারা) - সম্পাদনা, মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৬)
- ৮) তাজকেরাতুল মাইজভাণ্ডারিয়া (২০০৮)
- ৯) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার
শরীফের ভূমিকা - মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৯)
- ১০) মাইজভাণ্ডার শরীফ পরিচিতি - ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৪)
- ১) মাইজভাণ্ডারী জীবন-বোধ ও কর্মবাদ [একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রক্ষেপণ]
- মোঃ মাহবুব উল আলম (২০১৫)
- ২) হযরত শেখ নিজামউদ্দিন আওলিয়া (রঃ) : জীবন ও কর্ম
- প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী (২০১৫)
- ৩) ছহীহ নূরানী অজিফা (২০১৫)
- ৪) উরস-হাদিয়ার তরতীব (২০১৫)
- ৫) কালাম-এ-শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (২০১৫)
- ১৬) তারাতীহ নামায
- ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৬)

[পুস্তকের পাশে প্রথম সংস্করণের সন উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে ১নং পুস্তকের ইতোমধ্যে দ্বাদশ সংস্করণ এবং ২নং থেকে ১০নং পুস্তকগুলোর
প্রত্যেকটার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।]